দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 17 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৩ ...

সম্পাদক সমীপে

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ১৩৭০টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ না করে আরো ২/৩ বৎসর সময় দানের জোর দাবী জানাচ্ছি। এর সাথে অবিলম্বে বেসরকারী শিক্ষকগণকে সরকারী শিক্ষকগণের সযোগ-সুবিধার আওতায় এনে সম্মিলিতভাবে শিক্ষার সমমানের সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

-মোঃ আবু তাহের ইবনে নোয়াব মিয়া
জগতপুর, বুড়িচং
কুমিল্লা।

১৩৭০টি বেঃ সঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ না করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় দেয়া হোক

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা যত উন্নত হবে দ্রুতগতিতে সে দেশ তত উন্নত হবে। কোন কাজের সুষ্ঠু পরিকল্পনার পর আন্তরিকভাবে সে কাজ করলে এর ফলাফল ভাল হয়। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকগণের মধ্যে চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে সরকার বেসরকারী শিক্ষকগণকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবন যাপনে নিমজ্জিত করে রেখেছেন। এতে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির আশা করা যায় না। বেসরকারী শিক্ষকগণের নেই ঈদ বোনাস, ১০০% দেয়ার ওয়াদা করে এখনও তা কার্যকর করেননি। সরকারী অংশে যা প্রদান করা হয় তাও দেয়া হয় এক মাসের বকেয়া রেখে। ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে সরকার যে অংশ ব্যয় করেন তাতেও দেখা যায় বিরাট ব্যবধান, যেমন- একজন সরকারী স্কুল ছাত্রের পেছনে সরকার ব্যয় করেন ২ হাজার ৫০০ টাকা, ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের পেছনে ব্যয় করা হয় ৪ হাজার ৫০০ টাকা আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষার্থীর পেছনে সরকার ব্যয় করেন মাত্র ৭০০ টাকা।

দেশের ২ হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাতারাতি এমপিওভুক্ত করা হয়নি। বরং সরকারের শর্ত মোতাবেক হওয়াতেই পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী দরিদ্র। তাদের বাদ দিয়ে ২০০ কোটি টাকা বাঁচানোর মধ্য দিয়ে জাতিকে বাঁচানো যেতে পারে না। বরং ১৩৭০টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধরে রেখে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়াই হবে দেশ বাঁচানোর বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কাজ।